



## 12380 - কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়িতা) এর প্রতিঈমান

### প্রশ্ন

ইসলামে ধর্মের মর্যাদা। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মুসলমিকে ধর্ম ধারণ করতে হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়িতা)- এর প্রতিঈমান ঈমানের অন্যতম একটি রোকন (মূলস্তম্ভ)। কোন মুসলমিরে ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিশ্বাস করে যে, যা ঘটছে সেটা ঘটতই ঘটত। আর যা ঘটেনি সেটা কল্পিতই ঘটত না। এই বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহর কাযা ও তাকদীর অনুযায়ী ঘটে থাকে। যমেনটি আল্লাহ বলছেন: “আমি প্রত্যেকে বস্তুকে তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করছি।” [সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

আর ঈমানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক মাথার সাথে যমেন দহেরে সম্পর্ক। ধর্ম একটা মহৎ গুণ। যার প্রতিফল প্রশংসতি। ধর্মধারণকারীগণ বনি হসাবে তাদের প্রতিফল গ্রহণ করবেন। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “ধর্মশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দয়া হবে বনি হসাবে।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

এই জমনি, কথিবা নিজেরে জানেরে উপর, কথিবা সম্পদের উপর, কথিবা পরিবার-পরিজনের উপর কথিবা অন্য যা কিছু উপর যত ধরণের বিপদ-আপদ ঘটে, ফতিনা-ফাসাদ আপততি হয় আল্লাহ তাআলা সবে ঘটার আগাই সবে সম্পর্কে জানেন এবং সেটা তনি লিওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। যমেনটি তনি বলছেন: “পৃথিবীতে ও তমাদরে জানেরে উপর যে বিপদই আসুক না কেনে আমরা তা সৃষ্টি করার আগাই কতিবে লপিবিদ্ধ আছে।” [সূরা হাদীদ, আয়াত: ২২]

মানুষ যসেব মুসবিতরে শকির হয় সেটা তার জন্ম মঙ্গলজনক সে তা জানতে পারুক বা না পারুক। কেননা আল্লাহ যা তাকদীর বা নির্ধারণ করছেন সেটা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ বলেন: “আপনি বলুন, আমাদেরকে কোন কিছুই আক্রান্ত করবে না, কিন্তু আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া; তনি আমাদের কার্যনির্বাহক। অতএব, মুমনিদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।” [সূরা তওবা, আয়াত: ৫১]

যে মুসবিত ঘটে সেটা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটে। আল্লাহ না চাইলে সেটা ঘটত না। কিন্তু, আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই সেটা ঘটছে। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপততি হয়



না। যবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথে পরচালিত করে। আল্লাহ সর্ববধিযে সর্ববজ্‌ঞঃ।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১১]

অতএব, বান্দা যখন জানল যবে, সকল মুসবিত আল্লাহর নরিধারণ অনুযায়ী ঘটবে সুতরাং বান্দার আবশ্যকীয় কর্তব্য সবে ঈমান রাখা, মনে নেওয়া এবং ধরৈয ধারণ করা। যবেতু ধরৈযে প্রতদিন হচ্চে জান্নাত। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “আর তারা যবে ধরৈযধারণ করছিলি তার পরণিমে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রশেমী বস্ত্রেরে পুরস্কার প্রদান করবনে।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ১২]

আল্লাহর পথে দাওয়াত দান এক মহান মশিন। যবে ব্যক্তি দাওয়াতী কাজে তৎপর থাকে তাকে নানারকম কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতেরে শিকার হতে হয়। এ কারণে আল্লাহ্ অন্য নবীদরে মত তাঁর রাসূলকবে ধরৈয ধারণ করার নরিদশে দয়িছেন। তিনি বলেন: “যভেবে উলুল-আযম রাসূলগণ ধরৈয ধারণ করছেন আপনিও সভেবে ধরৈযধারণ করুন”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদেরকে দকি নরিদশেনা দয়িছেন যবে, যদি কোনে বধিযে তারা উদ্বগ্ন হয় কথিবা তাদের কোনে মুসবিত ঘটবে যায় তাহলে তারা যনে ধরৈয ও নামায়েরে মাধ্যমে সাহায্য প্রারথনা করে; যাতে করে আল্লাহ্ তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দনে এবং দ্রুত তাদেরকে মুক্ত করে দনে। “হবে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈয ও নামায়েরে মাধ্যমে সাহায্য প্রারথনা কর। নশিচয় আল্লাহ্ ধরৈযশীলদেরে সাথে রয়িছেন।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩]

আল্লাহ্ কর্তৃক নরিধারিত বিভিন্ন দুর্ঘটনা, আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর আবধ্য না হওয়ার ক্ষতেরে ধরৈয ধারণ করা মুমনিরে উপর ফরয। যবে ব্যক্তি ধরৈয ধারণ করবে কয়িমতেরে দনি আল্লাহ্ তাকে বনি হসিাবে পুরস্কার দবিনে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “ধরৈযশীলদেরকেই তও তাদের পুরস্কার পূরণরূপে দয়ও হবে বনি হসিাবে।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

মুমনি তার খুশি ও দুঃখ উভয় অবস্থাতই পুরস্কার পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেন: “মুমনিরে বধিযটি খুবই বস্ময়কর। তার সর্ব বধিযই কল্যাণকর। মুমনি ছাড়া অন্য কারও ক্ষতেরে এমনটি হয় না। যদি খুশিরি কিছু ঘটবে তখন সবে শুররিয়া আদায় করে। আর যদি দুঃখেরে কিছু ঘটবে তখন সবে ধরৈয ধারণ করে। ফলে যটেই ঘটুক সটো তার জন্য কল্যাণকর।”[সহহি মুসলমি (২৯৯৯)]

বপিদকালে আমাদরেকে কী বলতে হবে সবে বধিযেও আল্লাহ্ আমাদরেকে দকি নরিদশেনা দয়িছেন। এবং জানয়িছেন যবে, ধরৈযধারণকারীদরে জন্য তাদের রবেরে কাছে উন্নত মর্যাদা রয়িছে। তিনি বলেন: “আর আপনি ধরৈযশীলদেরকে সুসংবাদ দনি; যারা, তাদেরকে যখন বপিদ আক্রান্ত করে তখন বলে: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (নশিচয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নশিচয় আমরা তাঁর দকি প্রত্যাবর্তনকারী)। তাদের উপরই রয়িছে তাদের রবেরে পক্ষ থেকে মাগফরিত ও রহমত এবং তারাই হদিয়াতপ্রাপ্ত।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭]